ইউনিট ৭

মানব জাতির উদ্ধারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা

ভূমিকা

ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদম ও হবার পাপের শাস্তি স্বরূপ এ পৃথিবীতে পাঠানোর সময় এই পাপী মানুষেরই কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। সেই মুক্তিদাতা ঈশ্বর পুত্র যীশু এসে এই পৃথিবীর মানুষের পাপের মুক্তির জন্য অসহনীয় কষ্টের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের পথ দেখাবেন। পাপের পরিণতি মৃত্যুকে জয় করে মানুষকে অনন্ত জীবনের পথ দেখাতেই প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁকে ভালবেসে বিশ্বাস করলে এবং তাঁর শিক্ষামত কাজ করলে, যীশু আমদের সেই অনন্ত জীবন দিবেন। যীশু এ পরিত্রানের কাজ সম্পন্ন করবেন মানুষের জন্য অসহ্য দুঃখ ভোগ ও ক্রুশে আত্মত্যাগের মাধ্যমে। তাঁর দুঃখ ভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান আমাদের পরিত্রানের জন্য তাঁর ভালবাসা, আত্মত্যাগ ও ঐশ শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা যীশু। তিনি পিতার ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং স্বশরীরে স্বর্গে আরোহন করেছেন। আমরাও যদি এ পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছামত কাজ করি এবং সৎ ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি, তাহলে আমরাও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গসুখ লাভ করব। আর ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের কাছে তা-ই আশা করেন।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৭.১ যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু
পাঠ- ৭.২ যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন

পাঠ ৭.১

যীশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশুর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করার দৃঢ় ইচ্ছার কথা সবার কাছে প্রকাশ করতে পারবেন;
- অসহ্য দুঃখ ভোগের মধ্যেও যে ঈশ্বরের মহান ইচ্ছা থাকতে পারে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন;
- কষ্টের মধ্যে যে ঈশ্বর সর্বদা শক্তি ও সাহস যোগান এবং আমাদের সঙ্গে থাকেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যীশুর ক্রুশে মৃত্যু মানব জাতির পাপের জন্য যে সবচেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত তা আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- যীশু তার ক্রুশে মৃত্যু বরণের মাধ্যমে যে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন তা-ও অন্যদেরকে বুঝাতে পারবেন।

বিষয়বস্তু: যীশুকে হত্যা করার পরিকল্পনা ও যীশুর দুঃখ-ভোগ

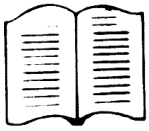

যীশু তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে লোকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর শিক্ষা লাভের জন্য বহু সংখ্যক লোক তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করল। যীশু ইহুদী ধর্ম যাজক ও নেতাদের ভণ্ডামী ও অসৎ আচরণের জন্য প্রায়ই তাঁদের তিরস্কার করতেন। এই তিরস্কার যীশুর বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলল। তারা যীশুকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। যীশু নিজেও জানতেন, ইহুদী নেতারা তাঁকে হত্যা করতে চায়; কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না।

তখন বারো জন প্রেরিত শিষ্যের মধ্যে যুদাস বা যিহুদার মধ্যে শয়তান ঢুকে পড়ল। সে ছিল খুবই নিষ্ঠুর এবং অর্থলোভী। সে জানতো যে, শত্রুরা যীশুকে হত্যা করতে চায়। তাই সে শয়তানের বশবর্তী হয়ে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে যীশুকে ত্রিশটি টাকার বিনিময়ে ধরিয়ে দিতে রাজী হল।

শিষ্যদের সাথে যীশুর শেষ ভোজ

নিস্তার পর্বের ভোজের দিন যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজে বসলেন। যীশু জানতেন আজ রাতেই যুদান প্রতারণা করে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিবেন। নিস্তার ভোজ বা শেষ ভোজে বসে যীশু প্রথমে শিষ্যদের নিজ হাতে পা ধুইয়ে দিলেন। পরে তিনি রুটি হাতে নিয়ে আশীর্বাদ করে তা ভাঁঙ্গলেন এবং শিষ্যদের দিয়ে বললেন, তোমরা নিয়ে যাও। ইহা আমার শরীর, যা তোমাদের জন্য দেয়া হবে। তোমরা আমার স্মরণে এ অনুষ্ঠান করবে। তারপর তিনি পানপাত্র হাতে নিয়ে বললেন, তোমরা নিয়ে পান কর, ইহা আমার পাতিত

রক্তের নতুন সন্ধি; ইহা তোমাদের এবং সকল মানুষের জন্য পাতিত হবে। আমার স্মরণে ইহা করো। যীশু শিষ্যদের সাথে ভোজ শেষ করে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে জৈতুন পর্বতে গেৎসিমানী বাগানে প্রার্থনা করতে গেলেন।

গেৎসিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা

গেৎসিগানী বাগানে এসে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "তোমরা এখন প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়"। আর তিনি শিষ্যদের কাছ থেকে কিছুদূরে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি মানুষের পাপের কথা ভাবতে লাগলেন। মানুষের পাপের জন্য তাঁর ভীষণ যন্ত্রণা এবং কষ্টকর মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে লাগলেন। মানুষের পাপ ও অন্যায়ের কথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হল। তা অসহ্য মনে করে তিনি শিষ্যদের প্রার্থনা করার জন্য বলতে এসে দেখলেন তারা সবাই ঘুমাচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, দুঃখে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমার সঙ্গে জেগে থাক এবং প্রার্থনা কর যেন প্রলোভনে ও পাপে না পড়। এই বলে তিনি আবার তাদের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন, "পিতা, সম্ভব হলে এ দুঃখের পাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক"।

যীশুর এই তীব্র বেদনার ফলে তাঁর শরীর থেকে ঘামের মত রক্ত ঝরতে লাগল। প্রার্থনা শেষ করে যীশু আবার শিষ্যদের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন তাঁর শিষ্যরা দুঃখে কাতর হয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে। যীশু বুঝতে পারলেন শত্রুদের নিয়ে যুদাস এগিয়ে আসছে। তিনি শিষ্যদের ডেকে বললেন, "উঠ, চল আমরা এগিয়ে যাই। যে আমাকে ধরিয়ে দেবে সে আসছে"।

শত্রুদের হাতে যীশু

যুদাসের সাথে শত্রুদের একটি চিহ্ন আগেই স্থির করা ছিল। বিশ্বাস ঘাতক যুদাস লোকজনদের নিয়ে এসে যীশুর কাছে গিযে বলল "গুরু, প্রণাম", এই বলে যীশুকে চুম্বন করল। যীশু তাকে বললেন, "বন্ধু, চুম্বন (ভালবাসার চিহ্ন) দিয়ে তুমি আমাকে শত্রুদের হাতে তুলে দিলে"? তখন শত্রুরা যীশুকে চিনতে পেরে তাঁকে ধরে ফেলল। শত্রুরা যখন যীশুকে মারার জন্য ধরলো, তখন তাঁর শিষ্যরা ভয়ে তাঁকে ছেড়ে সকলেই পালিয়ে গেল।

তারপর তারা যীশুকে ধরে প্রথমে মহাযাজকের কাছে নিযে গেল। তারা যীশুর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। যীশুকে তারা নানা উপহাস করল, চড় মারল, থুথু দিল এবং চাবুক দিয়ে আঘাত করল; এভাবে তারা যীশুকে অপমান করল। কিন্তু যীশু তাদের কিছুই বললেন না। মহাযাজক যখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্টাই"? যীশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেই"। তখন সকলেই বলল, "এ লোক ঈশ্বর নিন্দা করছে। আমাদের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আমরা সকলেই ওর মুখ থেকে কথাটা শুনলাম"।

পিলাতের সামনে যীশু

রাত্রি ভোর হলে যীশুকে বেঁধে তারা শাসনকর্তা পিলাতের কাছে নিয়ে গেল। তারা যীশুর বিরুদ্ধে পিলাতের কাছে অনেক মিথ্যা অভিযোগ করল। কিন্তু পিলাত যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মত তেমন কোন দোষই পেলেন না। পিলাত যখন জানতে পারলেন, যীশু হেরোদের এলাকার লোক তখন তিনি যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

হেরোদের অনেকদিন থেকেই যীশুকে দেখার ইচ্ছা ছিল। তাই যীশুকে দেখে তিনি খুশীই হলেন। প্রধান যাজকেরাও শাস্ত্রীরা যীশুর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ শুরু করল। হেরোদ যীশুকে প্রশ্ন করে তাদের অভিযোগের কোন সত্যতা খুঁজে পেলেন না। তবু হেরোদ ও যীশুকে অবজ্ঞা ও উপহাস করতে লাগলেন। তারপর একটি জমকালো পোশাক পরিয়ে যীশুকে আবার পিলাতের কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। কারণ রোমীয় শাসনকর্তার আদেশ ছাড়া ইহুদীরা কারো মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত না।

যীশুকে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা পিলাত জানতেন। তিনি নানাভাবে যীশুকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করলেন। পিলাত ইহুদীদের বললেন, প্রাণদণ্ড দেবার মত কোন অপরাধই আমি তাঁর মধ্যে পাচ্ছি না। দোষ না থাকলেও পিলাত যীশুকে চাবুক মারার আদেশ দিলেন। নিষ্ঠুর লোকেরা যীশুকে থামে বেঁধে চাবুক মারল। তারা যীশুকে উপহাস করে রাজার মত বেগুণী রঙের পোশাক পরাল, মাথায় দিল কাঁটার মুকুট, হাতে দিল লাঠি। এভাবে রাজা সাজিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে উপহাস করে বলল, "ইহুদীরাজ প্রণাম"। তারা তাঁর গায়ে থুথু দিল, লাঠি দিয়ে কাটার মুকুটে আঘাত করল, কেউ কেউ তাঁকে ভীষণ জোরে ঘুষি মারল। শেষে পিলাত যীশুকে তাদের সামনে নিয়ে এলেন। তিনি ভেবে ছিলেন, যীশুর ক্ষত-বিক্ষত শরীর ও রক্তমাখা মুখ দেখে তাদের দয়া হবে। কিন্তু তাদের যীশুর প্রতি কোন কষ্ট বা দুঃখ হল না। তারা চিৎকার করে বলে উঠল, "ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও"। পিলাত উত্তর দিলেন, আমি তো মৃত্যুদণ্ড দেয়ার মত এর কোন অপরাধ পাচ্ছি না।

তখনকার রীতি অনুযায়ী নিস্তার পর্বে একজন বন্ধীকে মুক্ত করার নিয়ম ছিল। তখন কারাগারে বারাব্বাস নামে একজন ডাকাত ছিল। পিলাত মনে করলেন, বারাব্বাসকে ছেড়ে দেয়ার কথা বলে লোকেরা হয় তো ভাববে বারাব্বাস ছাড়া পেয়ে তাদের অনেক ক্ষতি করবে। এই ভেবে হয়তো তারা বারাব্বাসের মুক্তির পরিবর্তে যীশুর মুক্তিই চাবে। তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে মুক্ত করব- যীশুকে না বারাব্বাসকে? তখন সকলে চিৎকার করে বলে উঠল, বারাব্বাসকে। কোন উপায় না দেখে জনগণের ভয়ে অবশেষে পিলাত অন্যায়ভাবে যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশ দিলেন।

যীশুর ক্রুশ বহন ও যীশুর মৃত্যু

পিলাত যীশুকে ক্রুশীয় মৃত্যুর আদেশ দিলে ইহুদীরা খুবই খুশী হল। তখন তারা যীশুকে বহন করার জন্য এক অতি ভারী ক্রুশ তৈরি করল। শত্রুদের আদেশে যীশু সেই ভারী ক্রুশ বহন করে নিয়ে কালভেরী পর্বতের দিকে চললেন। ভারী ক্রুশ বহনে যীশু খুব ক্লান্ত হয়ে

পড়লেন, পথে তিনি বার বার পড়ে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যেই যাতে যীশুর মৃত্যু না হয়, সে জন্য যীশুর অনুগত সিমোন নামে এক অনুসরণকারীকে ধরে মাঝে মাঝে যীশুর সঙ্গে ক্রুশ বহনে বাধ্য করল। যীশুর এই অবস্থা দেখে অনেক লোক যীশুর পিছু পিছু যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন।

যীশুর ক্রুশারোপণ

অবশেষে যীশু ক্রুশ বহন করে কালভেরী পর্বতের গলগথা অর্থাৎ মাথার খুলি নামক স্থানে এসে পৌঁছিলেন। তখন শত্রুরা যীশুকে ক্রুশের উপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর হাত ও পা বড় বড় পেরেক মেরে ক্রুশের সঙ্গে আঁটকিয়ে দিল। তারপর ক্রুশটিকে খাড়া করে মাটিতে পুঁতে দিল। আর যীশুর সঙ্গে দুইজন দণ্ড প্রাপ্ত ডাকাতকেও ক্রুশে দেওয়া হল একজনকে তাঁর ডান দিকে ও অন্যজনকে বাম দিকে। যীশু শত্রুদের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "পিতা, তুমি এদের ক্ষমা কর। কারণ তারা যে কি করছে তা তারা জানে না"। কিন্তু তার শত্রুরা তাঁকে নানাভাবে অপমান ও উপহাস করতে লাগল। যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারাও মাথা নেড়ে বলতে লাগল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও হবে ক্রুশ থেকে নেমে এস"। তখন ঐ দুইজন ডাকাতের মধ্যে একজন তিরস্কার করে বলে উঠল, "তুমি নাকি খ্রিস্ট, ঈশ্বর পুত্র? যদি তাই হও তবে নিজেকে এবং আমাদেরকে বাঁচাও"। কিন্তু অন্যজন ডাকাতকে বলল, "তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় কর না? আমরা তো আমাদের উচিত শাস্তিই পাচ্ছি। ইনি তো কোন দোষ করেন নি"। পরে সে নিজের পাপ ও অন্যায় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যীশুকে বলল, "প্রভু আপনি দয়া করে আপনার রাজ্যে গিয়ে আমাকে স্মরণ করবেন"। যীশু খুশী হয়ে উত্তর দিলেন, "আজই তুমি আমার সঙ্গে স্বর্গে যাবে"।

ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যু

যীশু ক্রুশের উপর অসহ্য যন্ত্রনা ভোগ করেছেন। দুপুর বারোটা থেকে হঠাৎ সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। মন্দিরের পর্দাও আপনা থেকেই দু'ভাগ হয়ে ছিড়ে গেল। বেলা তিনটার সময় যীশু চিৎকার করে বলে উঠলেন, হে আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে? পরে তিনি বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে"। তখন তাঁকে সিরকায় ভেজানো এক টুকরো স্কুঞ্জ একটি নলের মাথায় লাগিয়ে একজন তা যীশুকে খেতে দিল। তা অত্যন্ত তেতো ছিল বলে যীশু খেতে পারলেন না। তারপর তিনি বললেন, সমস্তই পূর্ণ হল, পরক্ষণের আবার চিৎকার করে বললেন, "পিতা, তোমার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করলাম"। এই বলে যীশু নত মস্তকে ক্রুশের উপর প্রাণ ত্যাগ করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যুদাস বা যুদা কত টাকার বিনিময়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন?
(ক) একশত ত্রিশ টাকায়
(খ) ত্রিশ টাকায়
(গ) দুইশত ত্রিশ টাকায়
(ঘ) চারশত ত্রিশ টাকায়

২. শেষ ভোজে বসে যীশু শিষ্যদের কি ধুইয়ে দিয়েছিলেন?
(ক) হাত ও পা
(খ) মাথা ও পা
(গ) পা
(ঘ) হাত

৩. যিহুদা বা যুদাস কোন চিহ্নের মাধ্যমে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন?
(ক) চুম্বনের মাধ্যমে
(খ) নমস্কার করে
(গ) প্রণাম করে
(ঘ) যীশুকে ঝাপটিয়ে ধরে

৪. যীশুর ঘাম কেন রক্তের মতে ঝরে পড়ছিল?
(ক) প্রার্থনা করে
(খ) শিষ্যদের ঘুমাতে দেখে
(গ) মানুষের পাপের কথা ভেবে
(ঘ) শিষ্যদের বিপদের কথা ভেবে

৫. যীশুকে ক্রুশ বহনে কে সাহায্য করেছিলেন?
(ক) পিতার
(খ) যোহন
(গ) সিমোন
(ঘ) মথি

৬. যীশু ক্রুশের উপর কখন মারা গেলেন?
(ক) দুপুর বারোটায়
(খ) সকাল নয়টায়
(গ) দুপুর একটায়
(ঘ) বিকেল তিনটায়

পাঠ ৭.২

যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন;
- যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ -এর ম ল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের সাক্ষ্য দিতে পারবেন এবং
- যীশুর শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর শিষ্যদের উপর দায়িত্ব অর্পনের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তুঃ (ক) যীশুর পুনরুত্থান (মথি ২৮ঃ১-১৫ পদ)

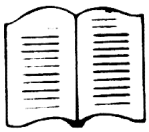

ভণ্ড ও বিদ্বেশী যিহুদী শাসনকর্তা ও শত্রুরা বিশ্বাসঘাতক শিষ্য যুদাসের ষড়যন্ত্রের সাহায্যে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছিল। যীশু কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শিষ্য ও শত্রুদের বহুবার বলেছেন যে, তাঁকে শত্রুরা মেরে ফেললেও তিনি মৃত্যুর তৃতীয় দিনে স্বশরীরে পুনরুত্থান করবেন এবং স্বশরীরেই তাঁর পিতা পরমেশ্বরের কাছে স্বর্গে উঠে যাবেন। একথা পবিত্র বাইবেলে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে।

পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, যীশুর মৃত্যু হয় প ণ্য শুক্রবার। তার এক দিন পর খুব ভোরে ভীষণ ভূমিকম্প হল। প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন এবং যীশুর সমাধির মুখ থেকে সেই বড় পাথরটি সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসে রইলেন। দূতের মুখ ছিল বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর গায়ের পোষাক ছিল তুষারের মত সাদা ধব-ধবে। যীশু যাতে কবর থেকে উঠে আসতে না পারেন, তার জন্যই শাসনকর্তারা তাঁর কবরের পাশে সশস্ত্র প্রহরী রেখেছিল। কিন্তু তাতে কি হবে। যীশু যে ঈশ্বর পুত্র সর্বশক্তিমান। তাঁর কথা সত্য হবেই। তারা ভূমিকম্প ও ঈশ্বর দূতকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগলো এবং এই অদ্ভুত ঘটনায় তারা ভয়ে প্রায় মরার মত পড়ে রইল। যীশু সমাধি থেকে উঠে আসলেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর কথামত পুনরুত্থান করলেন।

অতি ভোরে যীশুর মাগজালিনী মরিয়ম ও অন্য আরেকজন মরিয়ম সমাধি দেখতে এলেন। তাঁরা যীশুর দেহে মেখে দেয়ার জন্য সঙ্গে করে সুগন্ধি তৈল নিয়ে এলেন। পথে তাঁরা বলাবলি করছিল, "আমাদের জন্য সমাধির মুখ থেকে এত বড় পাথরটি কে সরিয়ে দেবে"? কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখতে পেল পাথরটা সরানো হয়েই গেছে, আর তার উপর একজন স্বর্গীয় দূত বসা। তাঁকে দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল এবং অবাক হল। কিন্তু দূত তাদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয় না, যাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছিল, সেই নাজারেথের যীশুকেই তো তোমরা খুঁজছো? তিনি পুনরুত্থান করেছেন, তিনি এখানে নেই।

এস, দেখে যাও যে কবরে তাঁকে রাখা হয়েছিল তা শূন্য"। তারা কবরটি শূন্য দেখে অবাক হল। দূত তাদের বললেন, "যাও, তাড়াতাড়ি গিয়ে পিতার ও যীশুর অন্য শিষ্যদের খবরটা দাও। তাদের বলো যে তাদের আগেই যীশু গালীলিয়ায় পৌঁছে যাবেন। তারা সেখানেই যীশুকে দেখতে পাবে"।

সেই স্ত্রীলোকেরা ভয় পেয়ে গেল। তবু তারা দৌড়ে গালীলিয়ের দিকে ছুটলো। পথে যীশু তাদের দেখা দিয়ে বললেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক"। যীশুর দেখা পেয়ে তারা ভীষণ আনন্দিত হল। তারা যীশুর পায়ে পড়ে প্রণত হয়ে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন। যীশু তাদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয় না। তোমরা শিষ্যদের গিয়ে বল, তাঁরা যেন শীঘ্র গালীলিয়ায় চলে যায়, তাঁরা আমাকে সেখানেই দেখতে পাবে"। একথা বলে যীশু অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে ঐ পাহারাদাররা তাড়াতাড়ি শহরে গেল। তারা শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল তা প্রধান পুরোহিতকে জানাল। তখন প্রধান পুরোহিতরা ও বৃদ্ধ নেতারা একসঙ্গে হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সৈন্যদের অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে বললেন, "তোমরা বল, আমরা রাতে ঘুমাচ্ছিলাম, তখন তাঁর শিষ্যেরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই কথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান, তবে আমরা তাঁকে শান্ত করবো এবং তোমাদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবো"।

তখন পাহারাদাররা টাকা নিল এবং তাদের যেমনটি বলতে বলা হয়েছিল, তেমনটিই রটিয়ে বেড়াল। আজও যিহুদীদের মধ্যে এই মিথ্যা গল্প ছড়িয়ে আছে।

(খ) যীশুর স্বর্গারোহণ (প্রেরিত- ১:৯-১২ পদ)

পুনরুত্থানের পর যীশু চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে রইলেন। তিনি বিভিন্ন সময় শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঐশরাজ্যের বিষয়ে শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন এবং তিনি জীবিত আছেন সে বিষয়ে অনেক প্রমান রেখে গেলেন। অবশেষে তিনি তাদের বললেন, "তোমরা পবিত্রাত্মার দ্বারা বাপ্তিস্ম লাভ করবে। পবিত্রাত্মা তোমাদের উপর নেমে আসলে তোমরা শক্তিলাভ করবে; আর জেরুশালেম, সারা যিহুদীরা ও শমরীয়া প্রদেশ এবং সারা পৃথিবীতে আমার বাণী নির্ভয়ে প্রচার করবে; তোমরা আমার সাক্ষী হয়ে থাকবে"। এই কথা বলার পর যীশু তাঁদের চোখের সামনেই একখণ্ড সাদা মেঘের উপর ভর করে স্বর্গের দিকে উঠে গেলেন। আস্তে আস্তে সেই মেঘ, তাঁকে ঢেকে ফেলল। শিষ্যরা যীশুর এই আশ্চর্য স্বর্গারোহণের দৃশ্য অবাক হয়ে দেখলেন। তখন শুভ্র পোষাক পড়া দু'জন স্বর্গদূত নেমে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা শিষ্যদের বললেন; তোমাকে যীশুকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখতে, সেভাবেই তিনি আবার আগমন করবেন। এরপর যখন একটি ঘরে মিলিত হয়ে শিষ্যরা প্রার্থনা করছিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাদের উপর এলেন। সেখান থেকেই তারা নির্ভয়ে যীশুর বাণী ও শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেন।

মনে রাখুন: প্রভু যীশুর বাণী প্রচার ও মানুষের সেবার কাজ করা এবং যীশুর শিক্ষানুসারে জীবন-যাপন করে মানুষের মঙ্গল সাধন করা প্রতিটি খ্রীষ্টভক্তেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু পুনরুত্থান করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর–
(ক) পাঁচদিন পর
(গ) কয়েকদিন পর
(খ) তিনদিন পর
(ঘ) সাতদিন পর

২. পুনরুত্থানের পর যীশু স্বর্গে উঠে গিয়েছিলেন–
(ক) কাদা দিয়ে
(গ) আদমের পাঁজরের হাড় দিয়ে
(খ) মাটি দিয়ে
(ঘ) হাতের কৌশলে

৩. যীশুকে দেখার জন্য তাঁর কবরে গিয়েছিরেন যারা তাঁরা ছিলেন–
(ক) সৈনিকেরা
(গ) সাধু যোসেফ
(খ) মাগদালিনা মরিয়ম ও অন্য একজন মরিয়ম
(ঘ) মা মরিয়ম

৪. যীশুর কবরের পাথর সরিয়েছিলেন–
(ক) পাহরাদাররা
(গ) একজন স্বর্গদ ত
(খ) একজন ভূত
(ঘ) দু''জন স্ত্রীলোক

৫. যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন–
(ক) খ্রিষ্টভক্তরা
(গ) বর্তমান পোপ
(খ) তাঁর শিষ্যেরা
(ঘ) স্বর্গদ তেরা

৬. শুভ্র পোষাক পড়ন্ত দুইজন স্বর্গদূত নেমে এসে কি বললেন–
(ক) তোমরা যীশুকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখতে, সেভাবেই তিনি আবার আগমন করবেন
(খ) যীশুকে কোনদিন দেখা যাবে না
(গ) আসতেও পারেন, নাও আসতে পারেন
(ঘ) অদৃশ্যভাবে আসবেন

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. গেৎশিমানী বাগানে যীশুর মর্মবেদনা বর্ণনা করুন।

২. শিষ্যদের সঙ্গে যীশুর শেষ ভোজ বর্ণনা করুন।

৩. পিলাতের সামনে যীশুর বিচারের কথা বর্ণনা করুন।

৪. ক্রুশের উপর যীশুর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করুন।

৫. যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি সংক্ষেপে লিখুন।

৬. যীশু কিভাবে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন সে বিষয়টি বর্ণনা করুন।